ব্রি ধান৭৫

ধান চাষ সমৃদ্ধি আনে

ফ্যাক্ট শীটঃ আমন ধানের জাত

জাত পরিচিতি

ব্রি ধান৭৫ রোপা আমন মৌসুমে জাত। এর কৌলিক সারি নং HUA565। উক্ত কৌলিক সারিটি আন্তর্জাতিক ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট, ফিলিপিন্সে Yuefengzhan এবং E-Zhong5 নামক Genotype এর সাথে সংকরায়ন করে বংশানুক্রম সিলেকশন (Pedigree Selection) এর মাধ্যমে উদ্ভাবিত। বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনষ্টিটিউট উক্ত কৌলিক সারিটি আন্তর্জাতিক ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট হতে Introduction করে। পরবর্তীতে কৌলিক সারিটি ব্রি গাজীপুর, আঞ্চলিক কার্যালয় ও দেশের বিভিন্ন এলাকায় কৃষকের মাঠে পরীক্ষা

জাতের বৈশিষ্ট্য

- আধুনিক উফশী ধানের সকল বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান।
- পূর্ণ বয়স্ক গাছের উচ্চতা ১০১-১১০ সেমি।
- কান্ড শক্ত তাই হেলে পড়েনা এবং শীষ থেকে ধানও ঝরে পড়ে না।
- ডিগ পাতা খাড়া, প্রশস্ত ও লম্বা এবং পাতার রং গাঢ় সবুজ।
- ধানের দানার রং সোনালী এবং মাঝারী চিকন।
- ১০০০ টি পুষ্ট ধানের ওজন প্রায় ২১ গ্রাম।

ব্রি ধান৭৫

এ জাতের বিশেষ প্রয়োজনীয়তা

ব্রি ধান৭৫ এর জীবনকাল ব্রি ধান৩৩ এর মতই । ব্রি ধান৭৫ জাতের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো কান্ড শক্ত তাই হেলে পড়েনা এবং শীষ থেকে ধানও ঝরে পড়ে না। চালে সামান্য সুগন্ধি আছে তবে রান্না করার সময় সুগন্ধিটা অনেক বেশী পাওয়া যায়। সারের মাত্রা অন্যান্য উফশী জাতের চেয়ে ২০% কম লাগে।

জীবনকাল

এ জাতের গড় জীবনকাল ১১০-১১৫ দিন।

ফলন

ব্রি ধান৭৫ এর গড় ফলন হেক্টর প্রতি ৪.৫টন। তবে উপযুক্ত পরিচর্যা পেলে হেক্টরে ৫.৫ টন পর্যন্ত ফলন দিতে সক্ষম ।

চাষাবাদ পদ্ধতি

১. **বীজ তলায় বীজ বপন ঃ** ৬ শ্রাবণ থেকে ৫ ভাদ্র (২১ জুলাই থেকে ২০ আগস্ট)।

২. **চারার বয়স ঃ** ২১-২৫ দিন।

৩. **চারার সংখ্যা ঃ** প্রতি গুছিতে ২-৩ টি।

৪. **রোপন দুরত্ব ঃ** ২০×১৫ সেন্টিমিটার।

৫. **সার ব্যবস্থাপনা (কেজি/বিঘা)ঃ**

ইউরিয়া	টিএসপি	এমপি	জিপসাম	জিংক সালফেট
২০	৭	১১	৮	১.৫

৫.১ সর্বশেষ জমি চাষের সময় সবটুকু টিএসপি, এমপি, জিপসাম এবং জিংক সালফেট প্রয়োগ করতে হবে।

৫.২ ইউরিয়া সার সমান তিন কিস্তিতে যথা রোপনের ৭-১০ দিন পর ১ম কিস্তি, ২০-২৫ দিন পর ২য় কিস্তি এবং ৩৫-৪০ দিন পর ৩য় কিস্তি প্রয়োগ করতে হবে।

৬. **আগাছা দমন ঃ** রোপনের পর অন্তত ২৫-৩০ দিন পর্যন্ত জমি আগাছা মুক্ত রাখতে হবে।

৭. **সেচ ব্যবস্থাপনা ঃ** চাল শক্ত হওয়া পর্যন্ত প্রয়োজনে সম্পুরক সেচ দিতে হবে।

৮. **রোগ বালাই ও পোকামাকড় ঃ** ব্রি ধান৭৫ এ রোগ বালাই ও পোকামাকড়ের আক্রমন প্রচলিত জাতের চেয়ে অনেক কম হয়। তবে রোগবালাই ও পোকা মাকড়ের আক্রমণ দেখা দিলে সমন্বিত বালাই দমন ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে রোগবালাই ও পোকামাকড় দমন করতে হবে।

৯. **ফসল পাকা ও কাটা ঃ** কার্তিক মাসের শেষ সপ্তাহ থেকে অগ্রহায়ন মাসের মাঝামাঝি ধান কাটার উপযুক্ত সময়। তবে আগাম আলু বা সরিষা চাষ করতে চাইলে ২০ আষাঢ় এর মধ্যে বীজতলায় বীজ বপন করলে কার্তিক মাসের মাঝামাঝি ধান কাটা যাবে। শীষের শতকরা ৮০ ভাগ ধান পেকে গেলে দেরি না করে ধান কেটে নেওয়া উচিৎ।

ব্রি বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট

আরো তথ্যের জন্য ঃ
পরিচালক (গবেষণা), ব্রি, গাজীপুর-১৭০১ ই-মেইলঃ dr@brri.gov.bd